ভোরের কাগজ

তারিখ ...03 MAR. 1998...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...৫...

মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি উদ্বোধন

দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, তার সরকার ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী গতকাল নগরীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি উদ্বোধনকালে একথা বলেন। বাসস, ইউএনবি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকার পূরণে সহায়তা করার লক্ষ্যে মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

দেশে মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচি শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা এবং শিক্ষকের অভাব যথেষ্ট নিরসন করবে। তিনি বলেন, ফজর ও জোহর নামাজের মধ্যবর্তী অবসর সময়ে শিক্ষিত ইমাম ও মসজিদসমূহকে কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত মানের শিক্ষা কোর্স সহজেই শুরু করা যেতে পারে। এই কর্মসূচির আওতায় সারাদেশের মসজিদের ইমামগণ তাদের নিজ নিজ এলাকার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। এই লক্ষ্যে ইমামদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং উল্লিখিত কর্মসূচি চালানোর জন্য ইমামদের প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান সমস্যা- শ্রেণীকক্ষের এবং শিক্ষকের স্বল্পতা বহুলাংশে দূর হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইমামগণ জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারবেন এবং যারা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করছে, তাদের জন্য এই কর্মসূচি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

প্রধানমন্ত্রী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্যের লক্ষ্যে অবদান রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, এই কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অচিরেই একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মওলানা নুরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মওলানা আবদুল আউয়াল, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সোহরাব উদ্দিন আহমেদ এবং মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক সিরাজুল হক চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।